

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ ﴿٤٤﴾

সূরা আল্ মূরসালাত ৭৭

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫১ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। কমস কল্যাণ (সম্পদ সাধারণের) নিমিত্তে প্রেরিতগণের وَالْمُرْسَلِينَ عُرْفًا ②
- ৩। অতঃপর অতি দ্রুতগতিতে ধাবমানদের কসম, فَالْعُوفُتِ عَصْفًا ③
- ৪। এবং (সত্যকে) বাপকভাবে বিস্তারকারীগণের (কসম), وَالنَّازِلَاتِ كُفْرًا ④
- ৫। অতঃপর (ভাল ও মন্দে মধ্য) পূর্ণরূপে পার্থক্যকারীদের (কসম); فَالْفُوتِ قُرْفًا ⑤
- ৬। এবং উপদেশ-বাপকে (দেশ-দেশে) উপস্থাপনকারীগণের (কসম); فَالْمُفِيتِ ذُكْرًا ⑥
- ৭। ওজর-আপত্তি স্বত্ত্বের জন্য অথবা সতকীরণের জন্য, عَذْرًا أَوْ تَذَرًا ⑦
- ৮। নিশ্চয় যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহা পূর্ণ হইবেই । إِنَّمَا تَعَوَّدُونَ لَوَاقِعَ ⑧
- ৯। অতএব যখন নক্ষত্ররাজি জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে, فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ⑨
- ১০। এবং যখন আকাশকে বিদীর্ণ করা হইবে, وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ⑩
- ১১। এবং যখন পর্বতমালাকে (খলিকণার ন্যায়) উড়াইয়া দেওয়া হইবে, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّمَتْ ⑪
- ১২। এবং যখন রসূলগণকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করা হইবে— وَإِذَا الرُّسُلُ أُنْفِثَتْ ⑫
- ১৩। এইগুলি কোন্ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে ? كَأَيِّ يَوْمٍ أُخِّلَتْ ⑬
- ১৪। এক ফয়সালার দিনের জন্য । لِيَوْمِ الْفَصْلِ ⑭

১৫। এবং কিসে তোমাকে ফয়সালার দিন সম্বন্ধে অবহিত করিবে—

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۝

১৬। এবং সেইদিন ধ্বংস (সতাকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

وَلَيْلٌ يَّمُودُ لِلْمَكْدِيِّينَ ۝

১৭। আমরা কি পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংস করি নাই ?

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝

১৮। অতঃপর আমরা পরবর্তীগণকে অবশ্যই তাহাদের অনুগমন করাইব।

لَهُمْ نَبِيٌّ مِّمَّنْ الْأَوَّلِينَ ۝

১৯। এইভাবেই আমরা অপরাধীদের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি।

كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالظَّالِمِينَ ۝

২০। সেইদিন ধ্বংস (সতাকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

وَلَيْلٌ يَّمُودُ لِلْمَكْدِيِّينَ ۝

২১। আমরা কি তোমাদিগকে এক তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই ?

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ۝

২২। অতঃপর উহাকে আমরা এক সুরক্ষিত অবস্থান-স্থলে (মাতৃগর্ভে) রাখিলাম,

فَجَعَلْنَاهُ فِي كَرَارٍ مَكِينٍ ۝

২৩। এক পরিমিত মেয়াদ পর্যন্ত।

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

২৪। এইরূপে আমরা এক পরিমাণ নিরূপণ করিলাম, এবং আমরা কিরূপ উত্তম পরিমাণ নিরূপণকারী !

فَقَدَرْنَا لَكُمْ الْقُدْرَانَ ۝

২৫। সেইদিন ধ্বংস (সতাকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

وَلَيْلٌ يَّمُودُ لِلْمَكْدِيِّينَ ۝

২৬। আমরা কি পৃথিবীকে ধারণকারী করিয়া সৃষ্টি করি নাই—

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝

২৭। জীবিতগণকে এবং মৃতগণকে ?

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۝

২৮। এবং আমরা উহাতে অত্যুচ্চ পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সুমিষ্ট পানি পান করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شُعْبًا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً
فُرَاتًا ۝

২৯। সেইদিন ধ্বংস (সতাকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

وَلَيْلٌ يَّمُودُ لِلْمَكْدِيِّينَ ۝

৩০ । (তাহাদিসকে আদেশ করা হইবে :) 'এখন তোমরা উহার দিকেই যাও যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে,

إِنطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٣٠﴾

৩১ । হাঁ, তোমরা সেই ছায়ার দিকেই যাও যাহা দ্বিষাষা বিশিষ্ট,

إِنطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي تِلْكَ شَعْبٍ ﴿٣١﴾

৩২ । উহা ছায়াও দেয় না বা অগ্নিশিখার উতাপ হইতে রক্ষাও করে না,

لَا ظِلُّهُ وَلَا بُرْقَانُ مِنَ اللَّهِ ﴿٣٢﴾

৩৩ । ইহা (প্রকাণ্ড) দুর্গের মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিরূপে করে,

إِنَّمَا تَرَوْنِي بِأَبْصَارِكُمُ الْقَمَرِ ﴿٣٣﴾

৩৪ । যেন সেগুলি হরিষর্গের উল্লুসমূহ ।

كَأَنَّهُمْ جُمُوحٌ مُّضْرُوءٌ ﴿٣٤﴾

৩৫ । সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

وَيْلٌ لِّیَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬ । ইহাই সেইদিন যখন তাহারা কথা বলিতে পারিবে না,

هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭ । এবং তাহাদিসকে অনুমতি দেওয়া হইবে না, যাহাতে তাহারা ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করিতে পারে ।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮ । সেই দিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য ।

وَيْلٌ لِّیَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯ । ইহাই ফুরসাতের দিন । আমরা তোমাদিসকে একত্রিত করিয়াছি এবং পূর্ববর্তীদিসকেও;

هَذَا يَوْمُ الْقِسْفِ جَعَلْنَاكَ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

৪০ । যদি তোমাদের নিকট কোন কৌশল থাকে তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে কৌশল কর ।

إِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٤٠﴾

৪১ । সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

وَيْلٌ لِّیَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤١﴾

৪২ । নিশ্চয় মুত্তাকীস ছায়া ও ঝরপাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ الْعِجُونِ ﴿٤٢﴾

৪৩ । এবং ফলরাজির মধ্যে, যাহা তাহারা চাহিবে ।

وَفَرَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪ । (তাহাদিসকে বলা হইবে) 'তোমরা যে কর্ম করিতে উহার বিনিময়ে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর—

تَقُوا وَالْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণকে এইভাবে আমরা প্রতিদান দিয়া থাকি।

إِنَّا لَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

৪৬। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

وَيَوْمَ يَمْضِي أَلْسِنُهُمْ بَيِّنٌ ۝

৪৭। (হে সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীগণ!) তোমরা (এই পার্শ্ববর্তী জীবনে) আহা কর এবং কিছুক্ষণের জন্য সুখ-সম্ভোগ কর; নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।

كُذِّبُوا وَتَسْمَعُوا لِلْيَلَىٰ إِعْلَامٌ فَجُحُورٌ ۝

৪৮। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

وَيَوْمَ يَمْضِي أَلْسِنُهُمْ بَيِّنٌ ۝

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা (আল্লাহর সম্মুখ) বিনত হও।' তখন তাহারা বিনত হয় না।

وَأَذَاتُ لَيْلٍ لَهُمُ الْكُفْرُ إِلَّا يَزْكُرُونَ ۝

৫০। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

وَيَوْمَ يَمْضِي أَلْسِنُهُمْ بَيِّنٌ ۝

৫১। সুতরাং ইহার পরে তাহারা কোন কথার উপর ঈমান আনিবে?

فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُبَٰدِلُ بَعْدَهُ يَوْمَهُنَّ ۝